দৈনিক বাংলা

তারিখ 12/11/80
পৃষ্ঠা 3 কলাম 7

পরীক্ষক দেখেছেন নকল খাতা : আসল মুদী দোকানে—

(স্টাফ রিপোর্টার)

আসল খাতা মুদী দোকানে, আর নকল খাতা পরীক্ষকের কাছে। সে নকল খাতা দেখেই পরীক্ষক নম্বর দিলেন। এটাই ঘটেছে মানিকগঞ্জে এবারের ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায়।

এ ধারণা ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষের। তাদের এ ধারণা হয়েছে মানিকগঞ্জ থেকে উদ্ধার করা খাতাগুলো আসল না নকল তা যাচাই করে। এরই ভিত্তিতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। কর্তৃপক্ষ সিআইডিকে এ 'কেলেংকারী' তদন্ত করার জন্যে লিখিতভাবে অনুরোধ করেছেন।

বোর্ডের বিশ্বস্ত সূত্রের কাছ থেকে এ পর্যন্ত আমরা একটি মাত্র খাতা যাচাইয়ের ফলাফল জানতে

(৩-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

আসল মুদী দোকানে

(১ম পৃঃ পর)

পেরেছি। খাতা পরীক্ষার ফলাফল : মুদি দোকানে পাওয়া খাতাটিই 'আসল'। আর যে খাতাটি দেখে পরীক্ষক নম্বর দিয়েছেন তা 'নকল' অর্থাৎ খাতাটি পাল্টানো হয়েছে। বোর্ডের আসল খাতাটির নম্বর— ২৮৮২৭৪। এ খাতাটি। বাংলা প্রথম পত্রের। পরীক্ষার্থীর সিট পড়েছিলো মানিকগঞ্জের মডেল হাইস্কুল উপকেন্দ্রে। এ খাতাতেই দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শকের স্বাক্ষর রয়েছে। মানিকগঞ্জে পাঠানো সাড়ে ৫ হাজার খাতার এটি একটি। এই খাতাটি নকল করে যে খাতা তৈরি করা হয়েছে তার নম্বর ও পরিদর্শকের স্বাক্ষর ভুয়া। আসল খাতা ও নকল খাতার হস্তাক্ষরেও মিল নেই। এই পরীক্ষার্থী বাংলা প্রথম পত্রে নম্বর পেয়েছেন ৪৬। কিন্তু আসল খাতায় পরীক্ষার্থীর লেখা উত্তরগুলি ভুল বানান ও অশুদ্ধ রচনায় আকীর্ণ। এ পরীক্ষার্থী অংকে ৯২ নম্বর পেয়ে লেটার পেয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসে পেয়েছেন মাত্র ১৪ নম্বর। সব মিলিয়ে তার নম্বর উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগের হলেও ইতিহাসে ফেল করায় তাকে ১৯ নম্বর গ্রেস দেয়া হয় এবং সেজন্যে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, বাজারে পাওয়া তার বাংলা খাতার হাতের লেখার সঙ্গে তার ইতিহাস খাতার হাতের লেখার মিল পাওয়া গেছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ অন্যান্য খাতা যাচাইয়ের কাজ চালাচ্ছেন। এ পরীক্ষার্থীর আসল বাংলা খাতাটি দৈনিক বাংলার সংবাদদাতা মুদী দোকানে পান।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ মনে করছেন যে মানিকগঞ্জের উক্ত উপকেন্দ্রে ব্যাপক ভাবে খাতা পাল্টানোর এই অপকর্ম ঘটে থাকতে পারে। কারণ, বাজারে পাওয়া খাতাগুলোর শতকরা ৯৫ ভাগই এই উপকেন্দ্রের। ইতিমধ্যে বোর্ডের প্রাথমিক তদন্তকারী অফিসাররা এই স্কুলের পরীক্ষা সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রে বেশ কিছু 'অনিয়ম' ধরতে পেরেছেন। এই স্কুলের দুজন শিক্ষকের বাড়িতেও কিছু সিল ও কাগজপত্র পাওয়া গেছে, যা রাখা 'বে-আইনী'। এ দুজন শিক্ষকের একজন ছিলেন মানিকগঞ্জ কেন্দ্রের পরীক্ষা কমিটির সহকারী সচিব ও অন্যজন উক্ত স্কুল উপকেন্দ্রের হল সুপার। অর্থাৎ এই উপকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার পুরো দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

আমাদের মানিকগঞ্জস্থ সংবাদদাতা জালালউদ্দিন আহমদ গতকাল পরীক্ষার খাতা পাল্টানো কেলেংকারীর ব্যাপারে আরো কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য পাঠিয়েছেন। কেলেংকারী তদন্তকারী সরকারী একটি সূত্রের বরাত দিয়ে তিনি জানান যে মানিকগঞ্জ মডেল স্কুল ছাড়াও আরো দুটি স্কুলের দুজন শিক্ষক এই কেলেংকারীর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। টাকার বিনিময়ে এই কেন্দ্রে খাতা পাল্টানোর অপকর্ম ঘটেছে। সংঘবদ্ধভাবে এই অপকর্ম সম্পন্ন হয়েছে যাতে আরো কিছু শিক্ষক, স্কুল কর্মচারী, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক জড়িত রয়েছে।

জালালউদ্দিন আহমদ আরো জানান যে মানিকগঞ্জ শহরের বিভিন্ন বাজারে এবারের এসএসসি পরীক্ষার আসল খাতার ছড়াছড়ি। সোমবার তিনি একটি দোকান থেকে উত্তর লেখা ৩০টি খাতাসহ প্রায় দেড়শত আসল ও অতিরিক্ত খাতা উদ্ধার করে পাঠিয়েছেন। এ খাতার নম্বরগুলো গোয়েন্দা বিভাগ ও বোর্ড কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়েছে। [illegible] এ-খাতাগুলো পরীক্ষা করুন। [illegible]

তিনি আরো জানান যে, বোর্ড থেকে মানিকগঞ্জে পাঠানো সাড়ে পাঁচ হাজার মূল খাতার মধ্যে ৫৪৪১টি বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। হিসেব মত ৫৯টি না লেখা খাতা বোর্ডে ফেরত আসার কথা। কিন্তু পাঠানো হয়েছে ২৭টি খাতা। বাকী ৩২টি খাতা উধাও।

এছাড়া পরীক্ষার্থীর ব্যবহারের জন্যে পাঠানো অতিরিক্ত খাতার (যা মূল খাতার সঙ্গে সংযোজিত হয়) মধ্যে ২০টি খাতা উধাও হয়েছে। কিন্তু মুদী দোকানে না-লেখা সাদা খাতা এ পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩ শত।

এতগুলো সাদা খাতা কি করে মুদী দোকানে এলো সে রহস্য কেন্দ্রের পরীক্ষা কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানাতে পারেননি।

তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে যে পরীক্ষা কমিটির একজন শিক্ষকের পুত্র [illegible] মডেল স্কুলের ব্যবহারিক পরীক্ষার কিছু খাতার সঙ্গে এবারের এসএসসি পরীক্ষার খাতাগুলো কেরোসিনওয়ালার কাছে বিক্রি করে। এই বিক্রয়ের সূত্র ধরে খাতা পাল্টানোর এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

১৯শে নবেম্বর রেশন দোকান বন্ধ

পবিত্র মহরম (আশুরা) উপলক্ষে ঢাকা বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকার সকল রেশন দোকান ও [illegible] দোকান ১৯শে নবেম্বর বন্ধ থাকবে। উল্লিখিত দিনে যাদের রেশন উঠাবার দিন ধার্য আছে তারা ঐ সপ্তাহের অন্য যে কোন কার্যকরী দিনে রেশন তুলতে পারবেন। খবর তথ্য বিবরণীর।